সংবাদ

তারিখ ... 29 APR 2012
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ৭ .....

জাবিতে সাংস্কৃতিক কর্মীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা

- ৭ কর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক
- শিক্ষকদের মুখোমুখি অবস্থান

সানাউল্লাহ মাহী, জাবি

উত্তপ্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলায় গুরুতর আহত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ সাংস্কৃতিক কর্মী। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রগতিশীল ও সাধারণ শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষক সমাজ কর্তৃক দীর্ঘ ৩৬ ঘণ্টা অবরুদ্ধ হতে মুক্ত হওয়ার মাত্র একদিন পরই এ ঘটনা ঘটে। গতকাল বিকেল ৪টার দিকে জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের কর্মীরা টিএসসির কক্ষে নিয়মিত নাট্যচর্চা করতে আসলে অডিটোরিয়ামের সামনে তাদের ওপর হামলা চালায় উপাচার্যপন্থি ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। হামলাকারীদের মধ্যে অন্যতম হলো শরীফ, সাকিল, সম্রাট, মিঠুন, লিটন, পিয়াস, স্বাধীন, মাসুদ, সকাল, জনিসহ অর্ধশতাধিক ক্যাডার। হামলার সময় ক্যাম্পাসের বাইরের ক্যাডাররাও ছিল বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়। আহতরা হলেন জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি কলি মাহমুদ, জাহাঙ্গীরনগর থিয়েটারের সাধারণ সম্পাদক ও খ্যাতিমান তরুণ কবি মঈন মুনতাসির কার্তিক, জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোটের সাধারণ সম্পাদক

জাবিতে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৬

জাবিতে : হামলায়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ও ধ্বনির সভাপতি শাকিলা শারমিন, নাট্যকর্মী সুদীপ, রাহাত, অর্ন, সুমন। এদের মধ্যে শাকিলা শরমিন ছাড়া বাকি সবাইকে সাভার এনাম মেডিকেলে জরুরি বিভাগে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে কলি মাহমুদ ও মঈন মুনতাসির কার্তিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এদিকে সন্ত্রাসীদের হামলার ঘটনা ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়লে ঘোটা ক্যাম্পাসে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কড়ার রোল পড়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন শিক্ষার্থী নির্মম হামলার দৃশ্য দেখে ঘটনাস্থলেই জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে ৪ ছাত্রী। পরে এদের টিএসসির ধ্বনির কক্ষে প্রাথমিক চিকিৎসার মাধ্যমে সুস্থ করা হয়। হামলার খবর ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ার মাত্র আধা ঘণ্টার মধ্যে ছাত্র ইউনিয়নসহ সহস্রাধিক সাধারণ শিক্ষার্থী ও সাংস্কৃতিক কর্মী 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীরনগর' এবং 'জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক ঐক্যজোটের ব্যানারে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করে। এ সময় তারা হামলাকারীদের গ্রেফতারের পাশাপাশি উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করেন। এদিকে বিক্ষোভ চলাকালে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন স্থানে শোডাউন দিতে থাকে উপাচার্যপন্থি ছাত্রলীগ। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার্থীরা তা উপেক্ষা করে ঘোটা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে উপাচার্যের বাসভবনের সামনে অবস্থান করে। এদিকে ক্যাম্পাসে অবস্থান করা প্রায় ৩ শতাধিক পুলিশ থাকলেও তারা ছিল সম্পূর্ণ নীরব। তাদের ভূমিকা স্পষ্টভাবে উপাচার্যপন্থি শিক্ষক ও ছাত্রলীগের পক্ষে। এ অবস্থায় পুলিশের ভূমিকা সম্পর্কে আতলিয়া থানার ওসি বদরুল আলমকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমাদের উপাচার্যের বাসভবনের আশপাশে থাকার কথা, পুরো ক্যাম্পাসে অবস্থান করার কথা নয়।

এদিকে সাধারণ শিক্ষার্থীদের অবস্থানের ঠিক কয়েক মিটার দূরে অবস্থান করে উপাচার্যপন্থি ছাত্রলীগ ক্যাডাররা। এ সময় তারা যেভাবে হোক উপাচার্যবিরোধী শিক্ষকদের হটাবে বলে বারবার মাইকে ঘোষণা দিতে থাকে। ক্যাম্পাসের এ অবস্থার জন্য তারা বিএনপি-জামায়াতকে দায়ী করে। তারা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের এ আন্দোলনকে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাধাগ্রস্ত করার পাঁয়তারা বলে উল্লেখ করে। তবে অবস্থানরত অনেক ছাত্রলীগকর্মী ক্যাম্পাসের বাইর থেকে ভাড়া করে আনা বলে 'সংবাদ'কে জানান একাধিক শিক্ষক। সাধারণ শিক্ষার্থীরা। তাদের বক্তব্য আমাদের বিভিন্ন হুমকির মাধ্যমে মিছিলে আনা হয়েছে।

সকাল থেকে ক্যাম্পাসে যা ঘটল

গতকাল দুপুর ১২টায় জাহাঙ্গীরনগর সাংস্কৃতিক জোট অকস্মাৎ অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সিন্ডিকেট বৈঠক ও সিন্ডিকেটে গৃহীত সিদ্ধান্তকে বাতিল ঘোষণা এবং উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করে। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্তগুলো হলো ১ জুনের প্রীষ্মকালীন বন্ধ আগামী ৫ মে থেকে ৪ জুন পর্যন্ত এবং ক্যাম্পাসের কোন ভবনের সামনে অবরোধ সমাবেশ করা যাবে না। এদিকে সমাবেশ চলাকালে শিক্ষার্থীরা উপাচার্যপন্থি শিক্ষকদের উপাচার্যের দারোয়ান বলে অভিহিত করলে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান করা শতাধিক শিক্ষক স্থান ত্যাগ করে অকস্মাৎ থেকে অবস্থানরত উপাচার্যের পিছন ফটকে অবস্থান করে। সমাবেশ চলাকালে আন্দোলনরত শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা জামায়াত-শিবিরের আন্দোলন বলে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করার কারণে দৈনিক যুগান্তরের একটি কপি পুড়িয়ে ফেলে এবং ঐ ক্যাম্পাস প্রতিনিধির বিচারের পাশাপাশি ক্যাম্পাসে যুগান্তরকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করে। এদিকে উপাচার্যপন্থি শিক্ষকরা প্রশাসনিক ভবনের সামনে থেকে চলে গেলে গত অকস্মাৎ উপাচার্যপন্থি ছাত্রলীগ কর্তৃক পুড়িয়ে ফেলা উপাচার্য প্রত্যাখ্যান মঞ্চটি নতুন করে স্থাপন করে। তবে এবার এ মঞ্চের নাম দেয়া হয় 'উপাচার্য বিতারণ মঞ্চ'। মঞ্চ স্থাপন শেষে আন্দোলনরত শিক্ষকরা পুনরায় গত বুধবার থেকে অবরোধ করে রাখা উপাচার্যের বাসভবনের প্রধান ফটকে অবস্থান নেন।

এদিকে বিকেল ৪টায় এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে আন্দোলনরত শিক্ষক সমাজ। সংবাদ সম্মেলন শেষে উপাচার্যের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। ঠিক এ সময়ই হামলার এ সংবাদ আসে। সংবাদ কর্মীদের আসার কথা জানতে পেরে হামলাকারীরা দৌড়ে পালিয়ে যেতে চেষ্টা করে। তবে ক্যামেরার সামনে সবাই ধরা পড়ে যায়।

জামায়াত-শিবিরের অভিযোগের তীব্র নিন্দা

শিক্ষক সমাজের আহ্বায়ক অধ্যাপক নাসিম আক্তার হোসাইন বলেন, আমার পুরো পরিবার সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ছাত্র ইউনিয়নের একজন অন্যতম কর্মী ছিলাম। বর্তমানে আমি তেল গ্যাস খনিজসম্পদ ও বন্দর রক্ষা জাতীয় কমিটির জাবি শাখার আহ্বায়ক। আন্দোলনের অন্যতম নেতা অধ্যাপক আতিকুর রহমান ছিলেন ছাত্রফ্রন্ট জাবি শাখার সভাপতি। আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিশিষ্ট নৃ-বিজ্ঞানি অধ্যাপক মানস কুমার চৌধুরী ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে জকসুর সাহিত্য সম্পাদক। আন্দোলনের অন্যতম নেতা আনোয়ারুল্লাহ ভূঁইয়া ছিলেন ছাত্র ইউনিয়নের সমাজ সেবা সম্পাদক।